বেদবাহিনী গীতা ঃ ফিরে দেখা

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদ ও গীতা—নানা প্রসঙ্গ ● *লেখক ঃ* ***ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়*** ● *প্রকাশক ঃ* ***দেবাশিস ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬*** ● *মূল্য ঃ ৮০ টাকা* ● *পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ২১০+৮* ● *প্রকাশকাল ঃ ২০০৩।*

বেদনিষ্ণাত প্রতিভাধর প্রবীণ অধ্যাপক ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বেদসম্ভূতা গীতার যে অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছেন তা সত্যই অতি মনোজ্ঞ এবং গভীর। গীতাকে সাধারণত উপনিষদ্‌জাতিকারূপে গণ্য করা হয়। বেদের সঙ্গে সরাসরি গীতার কোন সম্পর্ক আছে কিনা—এবিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট অথবা প্রচ্ছন্ন আলোচনা দৃষ্টিগোচর হয় না বলেই বেদ থেকে গীতাকে দূরবর্তিনী বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। **'বেদ ও গীতা—নানা প্রসঙ্গ'** গ্রন্থে দেখি, অধ্যাপক ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মননের ছাঁচে গীতাকে বেদেরই বার্তা বলে ঘোষণা করেছেন চোদ্দটি নিবন্ধে, যদিও নিবন্ধগুলি সবই বার্ষিক 'গীতামৃত' পত্রিকার ১৩৯০ সাল থেকে ১৪০৬ সাল (১৯৮৪-২০০০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। নতুন বেশে নতুন ছাঁচে যুগোপযোগী বেদব্যাখ্যা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

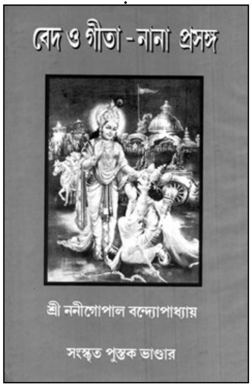

মহাকালের মহাস্রোতে কত কীই না ভেসে চলেছে! সায়ন-বেঙ্কট-মুদ্‌গলের বেদভাষ্যকে স্বীয় মর্যাদায় স্থিত রেখেও আধ্যাত্মিক রসসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা করলেন শ্রীঅরবিন্দ। সে-ব্যাখ্যা অবশ্য তথাকথিত বেদাশ্রয়ী পণ্ডিতসমাজের বহুলাংশই গ্রহণ করেননি—বিশ্ববিদ্যালয়েও তার অংশমাত্র গ্রহণ করা হয়নি কদাপি। সে-ব্যাখ্যা গবেষণায় কোন ছায়াপাত ঘটায়নি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের বেদভাষ্যের মাধ্যমে সুধিবৃন্দ জেগে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মননে, গ্রন্থনে সেই চিহ্ন ধরে অগ্রসর হয়েছেন জয়তিলকের আঙ্গিকে। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর সম্ভার সাজিয়ে উপহার দিয়েছিলেন সারস্বতপ্রেমী সমাজকে। শ্রীঅনির্বাণও করেছেন শ্রীঅরবিন্দের ধারার বেদতর্পণ। তারপর ঐ ধারাকে সজীব রেখেছেন শ্রীগৌতম ধর্মপাল এবং অধ্যাপিকা গৌরী ধর্মপাল—তাঁদের নিত্য বিদ্যাসেবায়। অধ্যাপক ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অরবিন্দ-অনির্বাণ ধারাতেই অন্তর্দর্শনের আলোয় মৌলিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন নানা বৈদিক সূক্তের—'আর্যদর্পণ' পত্রিকায়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবাধ চলাফেরা—বেদমূলা বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য ছিল তাঁর কাছে এক রত্নমঞ্জুষা।

বিশ্বজুড়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে গীতা বহুভাবিত হয়েছেন উপনিষদের ছায়াতলে। গীতা বহুভাবিত হয়েছেন পতঞ্জলি যোগের ক্রিয়ায়। ধ্যানের বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছেন গীতা সর্বজনগ্রাহ্যরূপে। গৃহি-সন্ন্যাসি-নির্বিশেষে গীতা সর্বজনগ্রাহ্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। টীকা-টিপ্পনি, ব্যাখ্যা-অনুব্যাখ্যা-অনুবাদসহ অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা বিষাদযোগ পার করে মোক্ষযোগে উত্তীর্ণ করেছেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে। অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই চরিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বৈদিক তত্ত্ব—যাকে বলা চলে মনের গভীরতম প্রদেশের তমোভেদী আলোকবর্তিকা। গীতাপাঠে অন্তর-বাহির উভয় শুদ্ধ-পবিত্র-অপাপবিদ্ধ হয়। এই পরিশোধন এবং পরিমার্জনের প্রয়োজন রয়েছে। গ্রন্থকারও নানাভাবে গীতায় কথিত কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানযোগের সঙ্গে রাজযোগের সমন্বয় ঘটিয়ে বেদমার্গী গীতার নতুন আস্বাদ এনেছেন। তিনি শ্রীঅনির্বাণের গীতানুবচন থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন ঃ "কুরুক্ষেত্রের নর-নারায়ণের ধর্মসংবাদ বা গীতা বেদসম্মিতা নিত্যা বাক্।" (দ্রঃ প্রাক্‌কথন) এবং এই উদ্ধৃতিকেই বীজবিন্দুরূপে মনে করে এই অভিনব এবং সুচিন্তিত সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করে বিকশিত করে তুলেছেন চোদ্দটি নিবন্ধসমন্বিত 'বেদ ও গীতা—নানা প্রসঙ্গ'। প্রসঙ্গত বলি, আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা অনতিকাল পূর্বে প্রয়াত হয়েছেন, কিন্তু রেখে গেছেন বহু রচনা—যেগুলি আজও অমুদ্রিত এবং সর্বোপরি অনাবিষ্কৃত।

গ্রন্থকলেবরে প্রবেশের পূর্বে 'প্রসঙ্গ-সূচি'তে নিবন্ধ-বিন্যাস দৃষ্টি আকর্ষণ করে—(১) রথ, রথী ও সারথি, (২) কৃষ্ণার্জুন সংবাদ, (৩) কবষ কুরুশ্রবণ সংবাদ ও অর্জুন-বিষাদ যোগ, (৪) 'বাসুদেব সর্বমিতি', (৫) 'সম্ভবামি যুগে যুগে', (৬) অধ্যাত্মসাধনার পরম্পরা, (৭) বেদবাদ ও বেদবিৎ, (৮) কর্মযোগ, (৯) অন্তর্যাগ ও জ্ঞানযোগ, (১০) ভক্তিযোগ বা উপাসনা কাণ্ড, (১১) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, (১২) রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য যোগ, (১৩) পাপ ও পাপী, (১৪) অমৃতের সাধনা ও সিদ্ধি। রচনাগুলির একটিও ভাবের আবেগে লেখা নয়, বরং মনে হয় সত্যাশ্রয়ী অধ্যাপকের লেখনী অন্তর্দর্শনের

আলোয় পথ খুঁজে পেয়েছে নিগূঢ় সত্যের গোপনতা প্রকাশের। সর্বময় বাসুদেবের পথনির্দেশ ছাড়া এমন গহন-গভীর গ্রন্থনা সম্ভব হতো না। অতএব এই পুস্তকের পর্যালোচনা ক্ষমার অপেক্ষা রাখে। বুঝতে পারছি, গ্রন্থের থেকে গ্রন্থকারই একথায় প্রধান হয়ে উঠেছেন, তবুও বলি, লেখনীচালনা ছিল তাঁর সাধনার অঙ্গ। লেখা ছাপানোর প্রয়াস তাঁর মধ্যে ছিল না বললেই চলে, তাঁর সুরে সুর না মিললে তিনি বলতেন না কিছুই; এমনকী নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করেও সেগুলি গোপনে রাখতেই পছন্দ করতেন অধ্যাপক ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ভাব যেখানে গভীর বাক্য সেখানে স্তব্ধ"—'বেদ ও গীতা—নানা প্রসঙ্গ' ঠিক এই সত্যই অনুমোদন করে। এককথায় এই গ্রন্থনাকে অভিভূত হয়ে 'অভিনব' বলা ছাড়া উপায় নেই। তবুও প্রয়াসমাত্র রাখবার চেষ্টা করছি—গীতার সঙ্গে বেদকে মেলানোর প্রয়োজন কী? মহাভারতের বিশাল কলেবর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বেদের সংহিতাভাগ—অতি সূক্ষ্মাকারে। এককথায় বলা যায়—বেদের সনাতনত্ব রয়েছে মহাভারতের ছত্রে ছত্রে। তাই গীতাকে আমরা বেদসংহিতার নির্যাস বলে যতই প্রমাণ দিতে চাই না কেন, বলবার সময় শিখণ্ডী করি উপনিষদ্‌কে। তাহলে বেদের সংহিতাভাগ গেল কোথায়? সংহিতা না থাকলে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের স্থিতি কোথায়? মন্ত্র ব্রাহ্মণ—এই দুই মিললে তবে পূর্ণাঙ্গ বেদ হয়। বেদমন্ত্র শুধু সভায় গীত হওয়ার জন্য নয়—নিশ্চয় গীতাতেও পূর্ণাবয়বে বর্তমান। গ্রন্থকার বলছেন—যুযুধান পক্ষদ্বয়ের মাঝে ভগবান পার্থসারথির মুখনিঃসৃত বাণী এক পূর্ণাঙ্গ অধ্যাত্মদর্শন। আবার মহাগ্রন্থ গীতা বৈদিকসংহিতার 'condensed form'। কৃষ্ণ এবং অর্জুন একই বৃক্ষাশ্রয়ী 'দ্বা সুপর্ণা।' (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।২০) সংসরণশীল সংসারে যুদ্ধরত মানবকুলে কৃষ্ণার্জুন রথস্থিত দুই সখা—দেহরথে বা দেহবৃক্ষে পরমাত্মা-জীবাত্মা। গ্রন্থের প্রচ্ছদে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপ্রাঙ্গণে বদ্ধাঞ্জলি অর্জুন পার্থসারথির পদপ্রান্তে উপবিষ্ট। নিবন্ধে সেইটিই 'কৃষ্ণার্জুনসংবাদ'। এই কৃষ্ণার্জুন রহস্যের সূত্র রয়েছে ঋষি ভরদ্বাজের বৈশ্বানর সূক্তে (ঐ, ৬।৯), যেখানে তন্তু (টানা) এবং ওতু (পোড়েন)—এই বীজশব্দদ্বয়ের মধ্যে নিহিত হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগের কথা। তন্তু আর ওতুই গীতায় বর্ণিত পুরুষ-প্রকৃতি। গ্রন্থকার বলছেন ঃ "গুণাতীত ধ্রুবকে ঘিরে ঋতচ্ছন্দে মায়ার জাল বুনে তাঁকেই আচ্ছন্ন করে ফুটিয়ে চলেছেন আলো-অন্ধকার, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের খেলা।" (দ্রঃ পৃঃ ২৫) ঋগ্বেদের কবষ-কুরুশ্রবণসংবাদ সূক্তে (১০।৩৩) রয়েছে—রাজর্ষি পুরুকুৎসের ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র আত্মঘোষক ঋষি এসদস্যু নিজেকে 'অর্ধদেব' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পুত্র কুরুশ্রবণ প্রাকৃতজনের মতো শোকে মুহ্যমান। তখন এক দুর্ধর্ষ আত্মবান ঋষি কুরুশ্রবণকে শোকের পার করলেন। গীতাতে মৃত্যুর কল্পনায় শোক-নিথর অর্জুনকে শোকোত্তীর্ণ করলেন পার্থসারথি। 'বসু' মানে হৃদয়ে ক্রিয়াশীল 'Pervading Power'। ঋগ্বেদে 'বসুদেব' শব্দ রয়েছে। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে (১০।১২৯।৪) বিসৃষ্টির মূল বলা হয়েছে। আবার বৃহস্পতি সূক্তে মার্তাণ্ডরহস্য (ঋগ্বেদ, ১০।৭২) আর বাসুদেবের জন্মকথার মূল সুর এক। বলা যেতে পারে, মার্তাণ্ডরহস্যে কৃষ্ণজন্মবৃত্তান্তের বীজ লুকানো আছে। আনন্দামৃতপিপাসু সাধক বঁধু হয়ে মার্তাণ্ডকে হৃৎসমুদ্রে উথালপাথাল সন্ধান করে ফেরেন—খুঁজে পান সেই রসাতলে (রসের অতলে)। তাই বাসুদেব সর্বমিতি। মানবদেহধারীর বিশুদ্ধ সত্ত্ব হৃদয়ে তিনি আসেন, ঘোষণা করেন—'সম্ভবামি যুগে যুগে'। একথার সূত্র রয়েছে—ঋষিবন্দিত বৈশ্বানর অগ্নি মানুষের আধারে জায়মান এবং অনুধাবন করে এই শরীরের মধ্যেই বর্তমান। (ঐ, ৬।৯।৪) ঋষি কৃষ্ণের সূক্তে রয়েছে— মঘবা হবিষ্মান মনুর জন্য খুঁজে আনলেন জ্যোতি। (ঐ, ১০।৪৩।৮) গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য আত্মপ্রকাশ করলেন। ঋষি বামদেব বলছেন (ঐ, ৪।৩।১৬)—ঋষি একমাত্র মরমি বিদ্বান কবির (অগ্নির) কাছেই উজাড় করে ঢেলে দেন তাঁর যত কাব্য, গূঢ় তত্ত্ব, গহন পথের দিশা। গীতায় তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ঈশ্বরাভিমুখী কর্মের উপদেশ গীতায় জ্বলজ্বল করছে। ঋষি বামদেব বলছেন (ঐ, ৪।৩৩।১১)—দেবতারা শ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্যের সখা হন না। গীতায় আছে, দ্রব্যযজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ (গীতা, ৪।৩৩); ঋষি বৃহস্পতির জ্ঞানসূক্তে (ঋগ্বেদ, ১০।৭১।৩) জ্ঞানযজ্ঞ তথা অন্তর্যাগের কথা—যজ্ঞের দ্বারা ঋষির অন্তঃকরণে যে বাক্ সংস্থাপিত ছিল, সেই পরমা বাক্‌কে ঋষিরা প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবানের শরণ নিলে তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত করেন (গীতা, ১৮।৬৬); ঋষি বশিষ্ঠ (ঋগ্বেদ, ৭।৮৬।৬) অনিচ্ছাকৃত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বলছেন ঃ হে প্রভু, অজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপ থেকে আমায় বিশ্লিষ্ট কর। বেদে 'ক্ষেত্র' আছে, 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নেই। ঋষি কবষ বলছেন—অক্ষেত্রবিদ্ ক্ষেত্রবিদ্‌কে জিজ্ঞেস করতে করতে এগিয়ে যায়, ক্ষেত্রবিদের অনুশাসনে। (ঐ, ১০।৩২।৭) শ্রীভগবান বলছেন—শরীর ক্ষেত্র; ক্ষেত্রকে যিনি জানেন

ক্ষেত্রবিদ্‌রা তাঁকেই বলেন ক্ষেত্রজ্ঞ। গীতা বলছেনঃ মন, মনীষা, হৃদয়ই রাজগুহ্যযোগের একমাত্র সাধনপথ। বিশ্বকর্মাসূক্তে (ঐ, ১০।৮১।১) আছে—দ্রবিণ উপহার পেতে ইচ্ছা করে অবরভূমিতে জীবদেহে আবিষ্ট হলেন তিনি—বিশ্বভুবন সৃষ্টি করে। ঋষি বশিষ্ঠ (ঐ, ৭।৮৮।৬) বলছেনঃ হে বরুণ, বশিষ্ঠ তোমার নিত্যবন্ধু এবং প্রিয় হয়েও তোমার প্রতি অপরাধ করেছিল, সে আবার তোমার প্রিয়সখা হোক। গীতা বলছেনঃ যদি সকল পাপীর মধ্যে পাপিষ্ঠতম হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা সব দুস্তর কুটিল পাপসমুদ্রকেও পার হয়ে যেতে পারবে। (গীতা, ৪।৩৬) গীতায় রয়েছে, নিত্যজ্যোতির উৎস ব্রাহ্মী স্থিতির কথা—শ্রীভগবান-কথিত আনন্দপরিণামের শীর্ষপ্রদেশের তত্ত্ব। বেদের ভাষায় তাকেই বলে সোমতত্ত্ব—আনন্দলীলার বিস্ময়-প্রত্যক্ষ। শতসহস্র ধারায় এই দিব্যসোমের ক্ষরণের কথা নানাভাবে ঋষিরা অপরোক্ষ অনুভূতিতে লাভ করেছেন। গীতা ও বেদের পারম্পর্যরক্ষার সাধনায় গ্রন্থকলেবরে উন্মুক্ত হয়েছে অজস্র উপমা এবং তুলনা। তার দুই-একটি আলোচনায় তুলে ধরা সম্ভব হল।

এই অমূল্য গ্রন্থখানি 'বরদা বেদমাতার বরপুত্র ঋতচিৎ শ্রীমদ্ অনির্বাণের স্মরণে' উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থটি বেদমন্ত্রসূচি-সম্বলিত হলে আরো ভাল হতো। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থে বহুল মুদ্রণপ্রমাদ এড়ানোর জন্য মুদ্রণ বিভাগীয় যত্ন নেওয়া আবশ্যক ছিল—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের মতো খ্যাতনামা পুস্তকবিপণীর কাছে এই প্রত্যাশা। তবে গ্রন্থকারের সুনিপুণ ভাষাপ্রয়োগে এই প্রমাদবাহুল্য কিছুটা আবৃত হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। ❑

প্রচ্ছদঃ শিল্পী ও শিল্পকলা

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ-এর মিলিত রূপই সামগ্রিক জগৎ। ভূর্লোকে অগ্নি, অন্তরিক্ষলোকে হিরণ্যদ্যুতি ইন্দ্র এবং স্বর্লোকে সূর্য। এই তিন লোকের জ্যোতীরাশির সম্মিলিত রূপ সরস্বতী। 'সরস্' শব্দের অর্থ জ্যোতি। সরস্বৎ (সরস্+মতুপ) শব্দের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করে সরস্বতী শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তিনি আলোকময়ী, তাই সর্বশুক্লা। সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নিত্যশুদ্ধা এবং মোক্ষদায়িনী। যেহেতু জ্ঞান সর্বব্যাপী বা বিভু, সেহেতু সরস্বতীর বাহন ত্রিচর হংস। জলে, স্থলে ও অন্তরিক্ষে সর্বত্রই হংসের অবাধ গতি। উপনিষদ্ ও তন্ত্রশাস্ত্রে হংস পরমাত্মার প্রতীক। 'অহং সঃ' তথা 'হংসঃ' তত্ত্বমসি-জ্ঞান বা মহাবাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ।

মাধুর্যময়ী শ্রীমায়ের মহিমা ও অপার্থিব চরিত্র সাধারণ মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়। শ্রীমায়ের মহামহিমময়ী ভগবতী ভাবের পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ গোলাপ-মাকে একদিন বলেছিলেনঃ "ও সারদা সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" শ্রীমা গুরু, দেবী ও মাতা-রূপে বিশ্বের সকলের মুক্তি ও শান্তি বিধানের জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

প্রচ্ছদ-চিত্র 'সরস্বতী' অঙ্কন করেছেন অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের যোগ্য উত্তরাধিকারী ও বর্ষীয়ান শিল্প-সাধক **সুনীলকুমার পাল**।

বিবেকানন্দের কথার জের টেনে বলা চলে, রামকৃষ্ণের ভাবপ্রবাহ আগামী দেড় হাজার বছর চলবে। রামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত শিল্প-সাধনায় দীর্ঘকাল নিমগ্ন থেকে সুনীলকুমার পালের প্রত্যয় জন্মেছে যে, তিনিও দীর্ঘকাল পথ চলবেন। তখন শিল্পকলা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় আর আবদ্ধ থাকবে না, মানবজীবনকে বিকশিত করে মাধুর্য দান করবে। রামকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময়ী মাকে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেনঃ "আমায় রসে-বশে রাখিস মা।" জীবনরসের কী পরিপূর্ণ চৈতন্য-আবেশ! 'উদ্বোধন' পত্রিকার যাত্রাপথ এই আবেশকে সম্বল করে আনন্দগানের সুরে ভরিয়ে রেখেছেন **সুনীলকুমার পাল**।—**সম্পাদক**

চতুর্থ প্রচ্ছদের আলোকচিত্রীঃ **অতুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রচ্ছদের কারিগরি সহায়কঃ **অরিসূদন দত্ত**